সুধী পাঠকের কাছে বিনীত আরজ

হিফজুর রহমানের লেখা এই ফিকশানটির প্রতিটি শব্দ, সংলাপ, স্থান, কাল ও পাত্র শতকরা একশোভাগ সত্য। শুধুমাত্র গোপনীয়তার খাতিরে গল্পের পাত্র পাত্রিদের নামগুলোকে একটু 'একার-ওকার' করে বদলে দেয়া হয়েছে। উপন্যাসের নায়িকা ডালিয়া এখন প্রবাসে আর তার পরকীয়া-প্রেমীক দেবাশীষ [দেব] আজো তার পথপানে চেয়ে বসে আছে বাংলার মাটিতে। মিষ্টি অথচ নিষ্ঠুর এই পরকীয়া প্রেমের গল্প 'মালাকরহীন কাননে ডালিয়া নিলাঞ্জনা' আসছে একুশে ফেব্রুয়ারীর বইমেলায় বই আকারে ঢাকাতে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। উচ্চাভিলাষী ও সর্বদা 'কমফোর্ট জোন' খুঁজে বেড়ানো একটি নারী চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন আমাদের লেখক হিফজুর রহমান। সে সাথে প্রেমব্যাকুল একটি বুভুক্ষা হৃদয়ের পুরুষ চরিত্রে তিনি দেখিয়েছেন ধু-ধু মুরুভুমিতে মরূদ্যান খুঁজে বেড়ানোর হাহাকার। ইতিমধ্যে আমাদের পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে হিফজুর রহমানের এ লেখাটি। যার ফলে সিডনীর বিভিন্ন বাংলাদেশী অনুষ্ঠান, সমাবেশ ও মিলনমেলায় কর্ণফুলী পরিবারের কোন সদস্য উপস্থিত হলে তাকে ঘিরে ধরে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু অনেক পাঠক/পাঠিকা, জানতে চায় বাস্তবের নায়ক, নায়িকা ও আরো অনেক কিছু। তাদের উদ্দেশ্যেই মিনতী করে বলতে হয়, ঢাকাস্থ অষ্ট্রেলিয় দুতাবাসের প্রাক্তন সিনিয়র কর্মকর্তা হিফজুর রহমানের লেখা এই কাহিনীর কোন শব্দ, বাক্য বা অধ্যায় যদি ঘটনাচক্রে অষ্ট্রেলিয়ার কোন নারীর নাম বা চরিত্রের সাথে মিলে যায়, তা নিতান্তই কাকতালীয় এবং দুর্ঘটনা মাত্র। আমরা আশাকরি বিশ্ব-বাংলাভাষী পাঠকরা হিফজুর রহমানের লেখাটি উপভোগ করছেন, জানছেন কণ্টকাকীর্ন সংসার জীবনের অনেক ছলাকলা। ধন্যবাদ

প্রধান সাম্পানওয়ালা

কর্ণফুলী, সিডনী

ডালিয়াকে দ্বিচারিনী বললে কি ভুল বলা হবে!

হিফজুর রহমান

[মালাকরহীন কাননে নীলঞ্জনা ডালিয়া - ১১]

[আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

দরজা খুলেছে ইউনা। অথচ ওর তো এখন দার্জিলিংয়ে থাকার কথা!

ড্রয়িং রুমে আর কাউকে দেখলোনা দেবাশীষ। ভেতরে ভেতরে অনেক উত্তেজনা থাকলেও সে তার বহিঃপ্রকাশ ইউনার সামনে কিছুতেই ঘটাবেনা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। সোফায় বসতে বসতে সে ইউনাকে প্রশ্ন করলো,'কি ব্যাপার মা, তুমি দার্জিলিং যাওনি?'

'না।' সংক্ষিপ্ত জবাব ইউনার।

'কেন?' আবার দেবাশীষের প্রশ্ন।

'জানিনা,' অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জবাব দিচ্ছে যেন ইউনা। অথচ ওর দার্জিলিং যাবার উৎসাহ ছিল সবচাইতে বেশি। ওখানকার জন্যে কেনা কাটার সবটাই করা হয়েছে দেবাশীষের সাথে ঘুরে ঘুরে। দেবাশীষের পাশে বসতে বসতে ও বললো, 'জানো, আমার যাওয়া নিয়ে আব্বু আর মামনির সাথে অনেক ঝগড়া হয়েছে।' একটু চোখ পাকিয়ে সে বলে, 'আমি যে একথা বলেছি, সেটা মামনিকে বলে দিওনা কিন্তু....'

'না, না,' ওকে আশ্বস্ত করে দেবাশীষ। 'কখনোই বলবো না। থাক এ নিয়ে আর কোন কথাও তুমি আমাকে বোলো না কেমন?'

বিষয়টা নিয়ে এই ছোট্ট মেয়েটার সাথে কোন প্রকার কথা বলতেই খারাপ লাগছিল দেবাশীষের। অনেকটা গোপনেই ইউনার যাবার বিষয়টা সমাধা করেছিল ওরা সবাই মিলে। ডালিয়ার বাবা তাহের সাহেবও গোপনীয়তা রাখতে চেয়েছিলেন। তার মত ছিল, ইউনাকে রেখে আসার পর হাফিজকে জানানো হবে। নইলে সে আবার এতে বাগড়া দিতে শুরু করবে। কারণ, এর আগেও ইউনাকে দার্জিলিং পাঠানোর কথা হয়েছিল কয়েকবারই। কিন্তু, হাফিজ ইউনাকে পাঠানোর একেবারেই বিরুদ্ধে ছিল। এমনিতেই তার মধ্যে এক ধরণের ফিউডাল অ্যাটিচিউড কাজ করে। মেয়েদের খুব বেশি পড়াশোনাকে একেবারেই পছন্দ করেনা। আর ডালিয়া ওকে ছেড়ে আসার পর এই কয়েক মাসে তার ওই ধারণা আরো আসন পিঁড়ি গেড়ে বসেছে। তার ধারণা, ডালিয়ার পড়াশোনা আর ওর চাকরীই ওকে ঘর ছাড়ার সাহস যুগিয়েছে। সে এই কথা মুখ ফুটে কয়েকবার বলেওছে ডালিয়ার বাবা-মা'র কাছে। দেবাশীষও এই সব কথা শুনেছে তাদের কাছ থেকেই।

ইউনা দেবাশীষের হাতে ধরা সেল ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। আগের ট্রিপে দুবাই থেকে আনা নোকিয়ার এই সেটটা ওর খুব পছন্দ। তখনো অ্যাতো ছোট কোন সেট আসেনি বাংলাদেশে। তাছাড়া কয়েক রংয়ের কেস আছে ওটার। ফলে, মাঝে মধ্যেই নতুন বলে ভ্রম হয় সবার। এর মধ্যেই ইউনা প্রশ্ন করে দেবাশীষকে, 'কি ভাবছো? কোন কথা বলছোনা যে?'

'নাঃ কিছু ভাবছিনা।' বলে দেবাশীষ ইউনার হাতটা মুঠোর মধ্যে নেয়। এই ইউনাকে বশে আনতে ওর বেশ সময় লেগেছে। এখন ও তো দেবাশীষ বলতে পাগল। নাম ধরেই ডাকে ও দেবাশীষকে। ঘরে কারো কোন সাড়া শব্দ পায়না ও। আরো অবাক হয় ও। এই সময়ে ও যে আসবে সেটা সবাইই জানতো। ডালিয়াও। ওর আজ অফিস ছুটি। বাসায়ই থাকার কথা। কিন্তু, কারো কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে শেষপর্যন্ত জিজ্ঞেস করলো ইউনাকেই, 'তামার নানুমনি, মামনি সব কোথায়?'

'নানুমনি, নানাভাই বাজারে।' চটজলদি জবাব দিল ইউনা, 'মামনি গেছে আব্বুর সাথে দেখা করতে।'

আরো অবাক হলো দেবাশীষ। ওর মুখ ছিটকে প্রশ্ন বেরিয়ে গেল, 'কেন?'

'কি কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ইউনা। তারপর নিজেই বললো, 'মামনি তো আজকাল প্রায়ই আব্বুর সাথে বেড়াতে যায় সন্ধ্যার সময়। এর মধ্যে কয়েকদিন আমরা আব্বুর বাসায় থেকেও এসেছি। আজো গেছে, তবে বোধহয় কোন কাজে।' হঠাৎ ইউনার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠলো। ও বুঝতে পেরেছে বোধহয় যে এই কথাগুলো দেবাশীষকে বলা ঠিক হয়নি। ও এবার অনুনয়ের সূরে বলে দেবাশীষকে, 'এই কথাগুলোও যে তোমাকে বলেছি সেকথা মামনিকে বলে দিওনা কিন্তু, তাহলে মার খাবো।' বলেই দেবাশীষের হাত ছাড়িয়ে ত্রস্তা হরিণীর মতো ভেতরে যেতে যেতে চকিতে দেবাশীষের দিকে চেয়ে বলে যায়, 'তুমি বসো। মামনি চলে আসবে এখনি।'

আবারো বজ্রাহত হয় দেবাশীষ। ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং থেকে, জাকার্তা থেকে প্রায় প্রতিদিনই ফোন করেছে ও ডালিয়াকে, ওর অফিসে। কিন্তু, এসবের কোন আলামতই ও জানতে পারেনি। ডালিয়া কখনোই বলেনি এসব কথা। হাফিজের সাথে কয়েকদিন এরমধ্যে থেকেও এসেছে। অথচ কথাটা ও গোপন করে গেছে। ওর সাথে ফোনে কথা বলেছে একেবারেই স্বাভাবিকভাবে, যেন ওর অভাবে সময় কাটতে চাইছে না কিছুতেই। দেবাশীষ না আসা পর্যন্ত যেন কোন স্বস্তিই পাচ্ছে না সে। দেবাশীষ ভাবে কোনটা সত্য? ডালিয়া হাফিজের সাথে সম্পর্ক রাখছে তাতে কোন অস্বাভাবিকতা দেখেনা দেবাশীষ। কারণ, আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হবার আগ পর্যন্ততো ওদের কখনো কখনো দেখা হতেই পারে। তবে এই পরিস্থিতিতে হাফিজের সাথে গিয়ে থাকাটাকে দেবাশীষ কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেনা। কারণ, ওরা ঘনিষ্ঠ হবার পর ডালিয়াই বলেছিল, হাফিজ কোনদিন আর ওর শরীর ছুঁতে পারবেনা। ওর বাসায় গিয়ে থাকার অর্থই হচ্ছে, তাদের এক ঘরে এক বিছানায়ই রাত কাটাতে হয়েছে। আর ডালিয়াই বলেছে, হাফিজ ওর শরীর ছাড়া আর কোন কিছু বোঝেনা। ওরা এক সঙ্গে থাকুক, তাতেও কোন অসুবিধে নেই। বলে দিলেই হলো। দেবাশীষ নিজেকে সরিয়ে নিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেনা। কিন্তু, এই সম্পর্ক রাখাটাকে ডালিয়া গোপন করে যাচ্ছে, সেটাই অস্বাভাবিক মনে হয় ওর কাছে। এখন ডালিয়াকে দ্বিচারিনী বললে কি ভুল বলা হবে! দেবাশীষ নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে। কোন উত্তর খুঁজে পায়না। তাছাড়া এই ক্ষেত্রে দেবাশীষ নিজেরও কোন দোষ খুঁজে পায়না। কারণ, সে কোন ভাবেই ডালিয়াকে ঠকাচ্ছেনা। অর্পিতার সাথে ওর সংসার কেবলই নিয়ম রক্ষার সংসার। ওখানে মন বা দেহ কোনোটাই নেই। কেবল মাত্র সংসারের প্রতি সে তার দায়িত্বটুকু পালন করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র অবহেলাও নেই। এসব কথা ও ডালিয়াকে, ডালিয়ার বাবা-মাকে বহুবারই অকপটে বলেছে।

আনমনা ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ায় ও। চলে যাবে বাসায়। আর ভাবে, এই কথা নিয়ে ডালিয়াকে কোনই প্রশ্ন করবেনা ও। দেখা যাক কতোটুকু গড়ায় ব্যাপারটা।

দরজার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ও। ইউনাকে ডাক দেবে দরজা বন্ধ করে দেয়ার জন্যে, এই সময় কলিং বেলটা বেজে উঠলো। দেবাশীষই দরজা খুললো। সামনে ডালিয়া। ওর চোখমুখ একটু লাল। একটু অপ্রস্তুত দেখাচ্ছে যেন ওকে। মাথা প্রায় নত হয়ে গেছে। দেবাশীষ কোন কথা না বলে দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ডালিয়ার দিকে। অনেক কষ্টে যেন ডালিয়া মুখ তুলে দেবাশীষের দিকে তাকালো।

'কখন এসেছো?' প্রশ্ন করে ডালিয়া। দেবাশীষ দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়।

'এসো ঘরে এসো।' ডালিয়া ওকে ঘরে আসতে আহ্বান করে।

অনেক কষ্টে মত বদলে দেবাশীষ আবার ড্রয়িং রুমে ঢোকে। তারপর আগের জায়গাতেই বসে থাকে চুপচাপ, চেয়ে থাকে ডালিয়ার দিকে।

আবারো প্রশ্ন করে ডালিয়া, 'কি কোন উত্তর দিচ্ছনা যে? কখন এসেছো মশাই?' সামলে উঠেই আগের মতো প্রগলভ হবার চেষ্টা করে সে।

'যখন আসার কথা তখনই এসেছি।' একটু তীর্যক উত্তর দেয় দেবাশীষ।

'আমি একটা জরুরী কাজে বাইরে গেছিলাম। ভেবেছিলাম তোমার ফ্লাইট ডিলেইডও হতে পারে। এই সুযোগে একটা কাজ সেরে আসলাম।' এবার দেবাশীষের পাশে বসে ওর গালে নরোম ঠোঁট দুটো ছুঁইয়েই একটু সরে বসে ডালিয়া। যেন যে ডালিয়াকে রেখে গিয়েছিল, অবিকল সেই ডালিয়া। মাঝখানে কোন হাফিজ নেই।

ওকে চুপ থাকতে দেখে আবারো প্রশ্ন করে ডপালিয়া, 'কি কোন কথা বলছোনা যে? ইউনার সাথে দেখা হয়নি তোমার?'

এবার কোনরকমে কথা বলে দেবাশীষ প্রাণহীনের মতো, 'হয়েছে। তাতেইতো অবাক হলাম। ওর তো এখন দার্জিলিংয়ে থাকার কথা!' এমন ভঙ্গীতে কথা ক'টা বললো ও যেন ইউনার সাথে ওর কোন কথাই হয়নি।

ডালিয়ার মুখ আবার নত হলো, বললো ও, 'সে অনেক কথা। পরে শুনো। এখনই মাত্র এসেছো। টায়ার্ড নিশ্চয়ই?' বলেই হড়বড় করে ও উঠে পড়লো, বললো, 'একটু বসো, দেব। আমি চা নিয়ে আসছি।' দেবাশীষকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই সে নিষ্ক্রান্ত হলো।

দেবাশীষ স্পষ্ট বুঝতে পারলো, কিছুক্ষন সময় কিনে নিল ডালিয়া চা আনার নাম করে। এরই ফাঁকে অনেকটা স্বাভাবিক করে নেবে সে নিজেকে। তারপর আবার দেবাশীষের সামনে আসবে গত কয়েক মাসের মতোই। বাসায় ডালিয়ার বাবা-মা থাকলে দেবাশীষও কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। অন্ততঃ ডালিয়ার সাথে আপাতঃ স্বাভাবিক অভিনয় করবার তো দরকার হতোনা। ডালিয়ার বাবা-মা ও একমাত্র ভাই সজীব দেবাশীষের সাথে ডালিয়ার সম্পর্কটাকে মেনেই নিয়েছেন এবং তারাও যথা শিগগির সম্ভব এর একটা যৌক্তিক পরিনতিও চান। কারণ, হাফিজের সাথে তাদের সম্পর্ক ডালিয়ার এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনেও সহজ হয়নি। হাফিজও তাদেরকে খুব একটা সম্মান দেয়নি। হাফিজের বাসায় তাদের যাতায়াত প্রায় শুন্যের কোঠায় ছিল। সজীবতো যেতোই না মোটেও। কারণ, ডালিয়াদের বাসার সাংস্কৃতিক আবহের সাথে অর্ধশিক্ষিত হাফিজের পরিবারের কোন মিল তো নেইই, বরং সংঘাত অনেক বেশি। তাই ওর মাথায় একটা প্রশ্ন জেগে উঠলো, ওরা তো জানেন ডালিয়ার হাফিজের সাথে সম্পর্ক রেখে চলার বিষয়টা। ওরা কখনো কি কিছুই বলতে পারতেননা ওকে? ছোট্ট ইউনা নিশ্চয়ই অ্যাতোটা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারবেনা!

এবার দেবাশীষ ওর সঙ্গে আনা শপিং ব্যাগটার দিকে নজর দেয়। ওতে বেশ কিছু উপহার রয়েছে ডালিয়া, ইউনা, ও ডালিয়ার বাবা-মা'র জন্যে এবং সজীবের জন্যেও। কুয়ালালামপুরের জালান হাজী হোসেন বা হাজী হোসেন রোডের সিটি হোটেলের শপিং ব্যাগটা বেশ ঢাউশ। এখন এই ব্যাগটা আর দেবে কি না সেটাই ভাবছে ও।

আবার পা টিপে টিপে ড্রয়িং রুমে ঢুকলো ইউনা। দেবাশীষের একেবারে কাছে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলো, 'মামনিকে বলে দাওনি তো সব, আমি যা বলেছি?'

ওর আতঙ্কটা বুঝতে পারে দেবাশীষ। সেও আস্তে করে বলে, 'না, বলিনি। আর বলবোও না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এমন সময় হাতে ট্রে নিয়ে ঢোকে ডালিয়া। ইউনা আর দেবাশীষকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে যেন উচ্ছসিত হয়ে ওঠে ও, 'কি ব্যাপার বাপ বেটিতে কি কথা হচ্ছে?' আজকাল ও ইউনা আর দেবাশীষকে বাপ বেটি বলেই সম্বোধন করে ও।

ইউনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না আমি দেবাশীষকে জিজ্ঞেস করছিলাম, ও বিদেশ থেকে আমার জন্যে কি এনেছে?'

'তুমি একেবারে ছোঁচা হয়ে গেছ, ইউনা,' কপট শাসনের ভঙ্গীতে বলে ডালিয়া, মুখে দুষ্টু হাসি। তারপর ট্রেটা সামনের সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখে। ওতে দেবাশীষের পছন্দের ভেজিটেবল পকৌড়া, বেগুনী আর চিঁড়া ভাজা-চানাচুর পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ দিয়ে মাখানো। সবই দেবাশীষের খুব প্রিয়। তাছাড়া বিদেশ থেকে ফিরে ক'দিন ওর এই সব নাশতা আর খাবারে ডাল ভাত আলু ভর্তা

থাকবেই্। এসবও ডালিয়ার একেবারে মুখস্ত। ইউনাকে বলে ও, 'এবার তোমার দেবাশীষকে নাশতাগুলো খেয়ে আমাকে ধন্য করতে বলো।'

'অ্যাই খাও,' বলে ইউনা দেবাশীষের গা ঘেঁষে বসে।

এসব খাবার খাওয়ার জন্যে দেবাশীষকে সাধতে হয়না। ছেলেমানুষদের মতো খায় ও এগুলো। কিন্তু, এখন ওর হাত সরতে চাচ্ছেনা।

দেবাশীষ যে স্বাভাবিক মুডে নেই এটা ডালিয়া বেশ ভালোই বুঝতে পারছে। কারণ, ও যেখানে থাকে সেখানে হাসি-খুশীও থাকে। ওর হাসি-ঠাট্টা না থাকলে আর মুখে হো হো হাসি না থাকলে যেন ওকে মানায়ইনা। কিন্তু, এখন ও অ্যাতো গম্ভীর বা নিষ্প্রান কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করে ডালিয়া, ও যে হাফিজের কাছে গিয়েছিল সেটা তো দেবাশীষের জানার কথা নয়! আর কোন কিছু কি দেবাশীষ জানতে পেরেছে? ওর অপরাধী মন কেবল নিজেরই অপরাধগুলোর কথাই মনে করতে থাকে। তাই সেও যে খুব স্বাভাবিক আচরণ করতে পারছে তাও নয়। দেবাশীষের মতো সেও মনে মনে চাইছে বাবা-মা এখনই চলে আসলে খুব ভালো হয়। তাহলে পরিবেশটা একটু স্বাভাবিক হবে।

তারপর সে দেবাশীষকে আস্তে করে বলে, 'দেব, খাওনা, ঠান্ডা হয়ে যাবে সব। তোমার জন্যেইতো বানিয়েছি সব!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন হাতটা বাড়ায় ও। চিঁড়ার বাটিটা তুলে নেয় সঙ্গে একটা পকৌড়া। নিচের দিকে তাকিয়ে নিম্ন কণ্ঠে বলে, 'খাচ্ছি, তোমরাও নাও।'

এবার ইউনা আর ডালিয়াও ওকে সঙ্গ দেয়। চুপচাপ কিছুটা সময় কাটে। ডালিয়া বোঝে আজ আর স্বাভাবিক দেবাশীষকে পাওয়া যাবেনা। ও এইরকমই, ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছে সে। যেদিন মুড অফ তো একেবারেই অফ। কোন কিছুতেই ওকে আর স্বাভাবিক করা যাবেনা।

প্রায় নিরবেই আবার কিচেনের দিকে চলে যায় ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে ফেরে। নাশতা শেষ হবার পর চুপচাপ চা পান করে দেবাশীষ। অদ্ভুত এক নিরবতা ঘরে। পরিস্থিতি বুঝে ইউনা একসময় সটকে পড়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেবাশীষও উঠে দাঁড়ায়।

ত্বরিত গতিতে উঠে একেবারে দেবাশীষের বুকের সাথে সেঁটে আসে ডালিয়া। 'কি ব্যাপার দেব, উঠলে যে? চলে যাচ্ছো?'

দেবাশীষের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'হ্যাঁ।'

'অ্যাতোদিন পরে এলে, একটুও বসবেনা? আমরা, আমি তোমাকে কতো মিস করছি, বোঝো?' ডালিয়ার কণ্ঠে অনুযোগ।

মাথাটা যেন ঝিম ঝিম করে ওঠে দেবাশীষের। আবারো মনের মধ্যে প্রশ্ন, কোনটা সত্য? কোনটা? কোন রকমে বলে ও, 'এখন যাই, পরে দেখা হবে।' বলে শপিং ব্যাগটা ডালিয়ার হাতে ধরিয়ে দেয় ও, 'তোমাদের সবার জন্যে অল্পসল্প গিফট আছে এখানে।' বলেই ডালিয়াকে প্রায় সরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে রওনা হয় ও।

পেছন থেকে ডালিয়া জিজ্ঞেস করে, 'কাল অফিসের পর দেখা হবে, দেব?' জরুরী কথা আছে।'

'দেখি।' দেবাশীষ বলে, 'কাল অফিসে জয়েন করছি অনেক দিন পর। কাজের ওপর নির্ভর করছে সব কিছু....'

'ঠিক আছে, আমি তোমাকে কাল কল দেবো, কেমন?'

'আচ্ছা।' বলেই দরজা খুলে সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নিচে নেমে আসে দেবাশীষ। যন্ত্রের মতো গাড়িতে বসে স্টার্ট দেয়। মাথাটা কাজ করছেনা ঠিকমতো। গিয়ার ড্রাইভে দিয়ে গাড়িটা গড়াতে শুরু করলো।

বাসায় এসে ঢুকতে না ঢুকতে অর্পিতা যেন হামলে পড়ে ওর ওপর। 'অ্যাতোদিন পরে দেশে ফিরলে। তারপর কিছু না বলেই চলে গেলে বাইরে। এদিকে অর্ক, তুমি আসবে বলে কতো প্ল্যান বানিয়ে বসে আছে। সে খবর আছে তোমার? নাঃ দেবাশীষ তুমি অনেক বদলে যাচ্ছো। আগে বিদেশ থেকে ফিরলে সেদিন আর ঘর থেকে বেরোতে না। আমাদের সাথে, অর্কর সাথে সময় কাটাতে। এখন তোমার আর সেসব কথা বোধহয় মনেও পড়েনা.....'

'একটু থামবে,' ট্রাফিক পুলিশের মতো হাত তুলে শান্ত কণ্ঠে বলে দেবাশীষ। 'এবার বলো কি প্ল্যান? আই অ্যাম অ্যাট ইয়োর ডিসপোজাল নাউ।'

অর্পিতা একটু যেন শান্ত হয়, বলে, 'অর্ককে নিয়ে আমরা নাটক দেখতে যাবো মহিলা সমিতিতে। কঞ্জুস দেখবো। টিকিট করেই রেখেছি, একেবারে ফ্রন্ট রোতে। তারপর অর্ক গুলশানের হেলভেশিয়ায় যেতে চেয়েছে। তারপর আইসক্রীম খাবে মভেমপিকে। সুতরাং আজকে নো ডিনার অ্যাট হোম।'

'ওকে, লেটস গো।' দেবাশীষ একটু আনন্দ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে নিজের মধ্যে। 'তোমরা তৈরী হয়ে নাও।'

বলেই দেবাশীষ ফ্রিজ থেকে একটা ভিবি বিয়ার এর বোতল বের করে।

অর্পিতা দেখেই বলে ওঠে, 'এখন ওটা না গিললে হয়না?'

'একটাই তো, বাবা। খেপছো কেন?' দেবাশীষ যুদ্ধ বিরতির ভঙ্গীতে বলে, 'কাল থেকেতো আবার অফিসের যাঁতা কলে পড়বো। আজকে সবাই মিলে একটু রিলাক্স করিনা কেন?'

কিছুক্ষনের মধ্যেই ওরা বের হয়ে পড়ে। অর্কর খুশী আর ধরেনা। অনেক দিন পর আউটিং হচ্ছে ওদের। দেবাশীষ আর ড্রাইভারকে ডাকেনা। নিজেই ড্রাইভ করবে। নিজেদের মতো আনন্দ করবে। এর মধ্যে অপুর তো কোন ভূমিকা নেই। বেচারা অপেক্ষা করতে করতে বোর হয়ে যাবে। তাছাড়া ছুটির দিনে রাস্তা একটু ফাঁকা থাকায় দেবাশীষ নিজেই ড্রাইভ করতে পছন্দ করে। আর আজ ওর এই আনন্দ দরকার হয়ে পড়েছে।

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)